ফিলিপ কে ডিকের আশ্চর্য দুনিয়া

অনুবাদ : রুদ্র দেব বর্মন

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

সূচি

খুলি ◉ ১১
রহিয়াছে নয়ন সমুখে ◉ ৯৩
গোধূলি লগ্নে সূর্যোদয় ◉ ১০১
'উবো' এবং উবোর পরের অধ্যায় ◉ ১৪৯
আমি চিনি গো তোমায় চিনি ◉ ১৬৭
নতুন পৃথিবীর সন্ধানে ◉ ১৯৬

খুলি
(The Skull)

দাচেন কেলস্যাঙ্গ একজন পেশাদার হত্যা-বিশারদ। তাকেই কিনা বাধ্য হয়ে সরকারি সুপারি নিতে হল আগে কখনও না-দেখা একজন অচেনা-অজানা মানুষকে খুন করার জন্য। অভিজ্ঞতা বা পেশা, যেদিক দিয়েই ধরা যাক-না কেন, এমনিতে এই ধরনের কাজ তার জন্য কঠিন কিছু নয়। আর এক্ষেত্রে তো ব্যর্থতার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ খুনটা করতে যাওয়ার সময় তার হাতেই ছিল সেই অপরিচিত মানুষটার মাথার খুলিটা।

***

কারাগারটা যে শুধু পাহাড় আর জঙ্গলের অনেকটা ভিতরে তা-ই নয়, কাছাকাছির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে শহরটা, সেই ইস্ফল ওখান থেকে অন্তত পৌনে দু-শো কিলোমিটার দূরে পাহাড় আর ঘন জঙ্গলের অনেক ভিতরে। খাড়াই একটা পাহাড়ের গা জুড়ে ধাপে ধাপে বিভিন্ন উচ্চতায় চক্রাকার চার-চারটে বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষাবলয়। তার মধ্যে তিনটে ছিল অপ্রাকৃতিক শক্তির—উচ্চবিভবের বিদ্যুৎ, প্লাজমা আর্ক আর লেজারের পাহারাদারি। তবে চতুর্থ এবং শেষ বাধাটা ছিল প্রাকৃতিক—হিংস্র অর্ধভুক নেকড়েবাহিনী। পাকদণ্ডীর মতো ঘুরপাক খেয়ে উঠে-যাওয়া কংক্রিটের তৈরি পথ চার-চারটে এআই নিয়ন্ত্রিত রোবটদলের প্রহরাধীন সুরক্ষিত তোরণ পার করে তারপর গিয়ে পৌঁছেছে কারাগারের প্রধান দরজার সামনে। সেখানেও দু-মানুষ সমান উচ্চতার একটা ধাতব দেওয়ালের

রহিয়াছে নয়ন সমুখে
(The Eyes Have It)

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে চিনলেও চিনতে পারেন। তবে না-চেনাটাই স্বাভাবিক। তার একমাত্র কারণ আমি কোনো খ্যাতনামা সেলেব্রিটি নই। খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেলে আমার ছবি তো দূরের কথা, নাম পর্যন্ত এখনও কোনোদিন কেউ উল্লেখ করেনি। কাজেই না-চেনাটাই স্বাভাবিক। সামান্য লেখালেখি করি। আপাতত যে ক-টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে, সত্যি বলতে কী, সেগুলোর জন্মও ঠিক আমার কল্পলোকে নয়। গল্পগুলো কুড়িয়ে-পাওয়া। ঠিক কুড়িয়ে-পাওয়া অবশ্য বলা যায় না। তবে খানিকটা সেরকমই। তারক চাটুজ্জের কথা আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে? না, আমি নাম জানলেও ভদ্রলোককে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। ইনি হচ্ছেন সেই ভদ্রলোক, যিনি প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর ডায়েরি সুন্দরবনের মাথারিয়া অঞ্চলে এসে-পড়া এক বিশাল উল্কার গর্ত থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। তবে এঁকে না চিনলেও, ঠিক তাঁর মতোই একজন গল্পের প্লট সাপ্লায়ারের সঙ্গে ইদানীং আমার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম সন্টে দাস। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের লাগোয়া পড়শি রাজ্যের যে বিখ্যাত শিল্প শহরে আমি থাকি, ইনি সেখানকার একটি অ্যান্টিকের দোকানে বিভিন্ন জিনিস সাপ্লাই করে থাকেন। ভদ্রলোক বাংলা-বিহার-ওড়িশার অলিগলি হাতের তেলোর মতো চেনেন। যত রাজ্যের পুরোনো রাজবাড়ি বা জমিদারবাড়ির ক্ষয়িষ্ণু বংশধরদের থেকে বিভিন্ন পুরোনো জিনিসপত্র জোগাড় করে আনার ব্যাপারে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। তো এই সন্টে দাসবাবু এর আগেও কয়েকবার গল্প-টল্প এনেছিলেন। খুব যে ভালো তা নয়; মানে ওই প্লটের

গোধূলি লগ্নে সূর্যোদয়
(Twilight At Breakfast)

অরিন তাড়াতাড়ি করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। তখনও গামছা দিয়ে মাথা মুছে চলেছে। টপটপ করে জলের ফোঁটা মাথা থেকে ঘাড় বেয়ে পিঠে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু তর সয় না অরিনের। বাবাকে ডাইনিং টেবিলে চা খেতে দেখেই বলে ওঠে, "বাবা, আজ আমাদের স্কুলে পৌঁছে দেবে?"

তীর্থংকর তখন সবেমাত্র পট থেকে কাপে দ্বিতীয়বারের জন্য চা ঢালছে। ঘুম থেকে উঠে সকালে পরপর অন্তত দু-কাপ চা না হলে ওর চলে না। আজ একদিকে একটু সকাল সকাল অফিসে পৌঁছোনোর দরকার আর অন্যদিকে গাড়িটাও ঝামেলা করছে বলেই এত তাড়াতাড়ি ও প্রস্তুতি নিচ্ছে। নইলে অন্যদিনগুলোতে ও সাধারণত বাচ্চারা স্কুলে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই বিছানা ছাড়ে। অনেকদিন পর আজ অন্যরকমভাবে সকালটা শুরু করেছে। চা-টা ঢালতে ঢালতেই একবার মুখ তুলে ও ছেলের দিকে তাকায়। অরিন তখনও মাথা মুছে চলেছে। তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। ওকে নিরাশ করতে খারাপ লাগলেও তীর্থংকরের আজ উপায় নেই। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে, "উঁহুঁ, আজ নয়, অরিন। আজ তুমি দিদিদের সঙ্গে হেঁটেই চলে যাও। অন্যরকম মজা হবে, কেমন? গাড়িটা তো গ্যারাজে দেওয়া হয়েছে না!"

মেজোমেয়ে জিনি মুখ বাঁকায়, "কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে যে!"

"কই না তো!" বিদিশা বোনকে থামিয়ে দৌড়ে গিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি মেরে বলে, "ও মা! বৃষ্টি কোথায়? এ তো কুয়াশায় পুরো ভরে আছে চারদিক। তবে বৃষ্টি কিন্তু নেই।"

‘উবো’ এবং উবোর পরের অধ্যায়
(Beyond Lies Wub)

“সম্ভবত ওই নোংরা উবো যা বলেছে, সেটাই ঠিক যে, অনেক মানুষ আছে, যারা দার্শনিকের মতো ভাব দেখায় কিন্তু বাঁচে বোকার জীবন।” —ফিলিপ কে ডিক

১

মাল তোলা তখন প্রায় শেষের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তোর্তাস তবুও দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের দিকটায়। হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করা আর মুখ যেন খিদেয় কাতর।

পাটাতন দিয়ে বানানো ঢালু পথ বেয়ে ধীরেসুস্থে নেমে এলেন ক্যাপটেন দেবরাজ। মুখে ঝোলানো ত্যারচা হাসিটা ধরে রেখেই জানতে চাইলেন, “কী ব্যাপার? তোমাদের তো পুরো কাজটা শেষ করার জন্যই টাকা দেওয়া হবে, না কী?”

তোর্তাস কোনো উত্তর দিল না। চুপচাপ সরে গিয়ে পাশে রাখা চাদরটা তুলে নিতে গেল।

কিন্তু পারল না। ক্যাপটেন দেবরাজ ততক্ষণে চাদরটার একটা ধার পা তুলে বুট দিয়ে চেপে ধরেছেন।

“এক মিনিট, এক মিনিট, যাচ্ছ কোথায়? আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি এখনও।”

পাশ ফিরে সরাসরি ক্যাপটেন দেবরাজের চোখের দিকে তাকাল তোর্তাস।

আমি চিনি গো তোমায় চিনি
(Human Is)

১
মৃন্ময়ী

মৃন্ময়ী নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছিল। আসলে কাঁদছিল ও। জলে ভেসে যাচ্ছিল ওর দু-চোখ। যতীন অবশ্য সেটা খেয়ালও করল না। কোন্ দিনই বা করেছে? বিয়ের অনেকদিন পরেও একটা সময় পর্যন্ত মৃন্ময়ী আশা রেখেছিল, হয়তো একদিন যতীন পালটে যাবে। কিন্তু কোথায় কী! ওই যে বলে না, যার নয়ে হয় না, তার নব্বুইতেও হয় না! এই বোধটা আসার পর থেকেই ধীরে ধীরে মৃন্ময়ী বরং নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। রোজকার কষ্টের পরিমাণ যাতে কম হয়। কান্নাকাটি, অভিমান—এসবের থেকে অনেক দূরেই এতদিনে চলে এসেছিল। যদিও আজকের ব্যাপারটা একটু আলাদা। তাই বিকেল থেকেই ও যতীনকে বোঝাবার চেষ্টা করে চলেছে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য সমস্ত চেষ্টাই অর্থহীন গিয়েছে। তাই এখন আর-একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছে। যতীন কিন্তু তাতেও এখনও পর্যন্ত নির্বিকার। এদিকে মৃন্ময়ীর চোখ-মুখ কাঁদতে কাঁদতে ইতিমধ্যে লাল হয়ে গিয়েছে। হাতের উলটোদিক দিয়ে চোখ মুছে মুখ তুলে মৃন্ময়ী যতীনের দিকে তাকায়। চোখে-মুখে ভয়, রাগ আর হতাশা মিলেমিশে এখন একাকার হয়ে রয়েছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে শেষ পর্যন্ত এবার বলেই ফ্যালে, "তুমি, তুমি... একটা জঘন্য লোক।"

যতীন দত্ত শুনতে পেল কি না, সেটা তার হাবভাবে ঠিক বোঝা গেল না।

নতুন পৃথিবীর সন্ধানে
(The Defenders)

১

UG-8 (Underground Era—8 বা ভূগর্ভস্থ যুগ—৮);
AC—52 বা কপ-৫২ (After Corona 52 বা করোনা পরবর্তী—৫২);
সপ্তম মাসের দ্বিতীয় দিন—প্রথম প্রহরের শেষ ভাগ

তালুকদার নরম আরামচেয়ারে নিজেকে ডুবিয়ে একটা পায়ের ওপর অন্য পা-টা তুলে আয়েশ করে বসে আছেন। হাতে আজ সকালের আপডেটেড ফোল্ডেব্‌ল সিলিকো-নিউজপ্যাড। এটা আকারে আগের দিনের ট্যাবলয়েড খবরের কাগজের মতোই। আর এই ধরনের হ্যান্ড হেল্ড ডিভাইসগুলো এতটাই ফিনফিনে পাতলা, যে পুরোনো দিনের মতো হাতে ধরে খবরের কাগজ পড়ার স্মৃতি ফিরিয়ে আনে।

আজ তাঁর অফ-ডে। অফিস যেতে হচ্ছে না। বড়ো কথা, আজকের এই অফটা অনেকদিন পর পাওয়া গেছে। এই মুহূর্তে তালুকদারের মন ফুর্তিতে ভরপুর। একদিকে অফিস না যেতে হওয়ার আনন্দদায়ক আমেজ। আরেকদিকে রান্নাঘর থেকে কুকারের উষ্ণ হিস-হাস আওয়াজ আর গরম কফির গন্ধ। সব কিছু মিলিয়ে তালুকদারের মন আজ এখন আনন্দে ভরপুর। এই আনন্দটুকু নিয়েই তো আজকাল বেঁচে থাকা। যদিও এবার অনেকদিন পরে এই অফ-ডে-টা পেলেন। তাই একটু বেশিই উপভোগ্য।

তিনি নিউজপ্যাডের দ্বিতীয় পাতাটা খুললেন আর খুলতেই আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল। খুশির চোটে একটু বেশ জোরেই শিস দিয়ে উঠলেন। আরে! এ তো

লেখক পরিচিতি

ফিলিপ কে ডিক (জন্ম: ১৯২৮ – মৃত্যু: ১৯৮২) বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকান সামগ্রিক কথা-সাহিত্যের শুধু একজন গুরুত্বপূর্ণ দিকপাল-ই নন, তিনি সায়েন্স ফিকশন জনরা বা কল্পবিজ্ঞান ধারার বিশ্ব সাহিত্যের একজন পথিকৃৎ।

সাহিত্য সমালোচক আর দার্শনিকেরা পিকেডির বিভিন্ন লেখার ভেতরে খুঁজে পেয়েছেন সমসাময়িক বিশ্বের চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা হলেও হতে পারে, তার সম্যগ্‌দর্শনের এক সমৃদ্ধ উৎস। একই সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন আমাদের জীবনযাপনে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি আমাদের বিদ্যমান অস্তিত্বের উপরে কী অসাধারণ প্রভাব-ই না ফেলেছে!

ডিকের বিভিন্ন গল্প আর উপন্যাসগুলোকে খুব সহজে নির্দিষ্ট কোনো ধাঁচে ফেলে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। তেমনি গল্পের পরতে পরতে বুনে দেওয়া বিভিন্ন তত্ত্ব বা গল্পের মর্মার্থ যে-কোনো সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুব সহজে একবার পড়েই বুঝে ফেলাও সম্ভব নয়। শুধু যদি তাঁর সায়েন্স ফিকশন জনরা-য় লেখা গল্প-উপন্যাসের কথা ধরা হয়, দেখা যাবে তাঁর গল্পে তিনি মানুষ আর বিশ্ব প্রকৃতির বাস্তবতা এবং দার্শনিক তত্ত্বের জটিল সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। চারপাশের প্রযুক্তি আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চাইতে তিনি তাঁর চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর বেশি মনোযোগ দিয়েছেন।

তাঁর গল্পের চরিত্রদের হামেশাই দেখা যায় তারা তাদের বর্তমান অস্তিত্বের

প্রকৃতি আর তার বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান এবং তাদের লড়াই চলে সেই বাস্তবতা উন্মোচনের জন্যই। তার চরিত্রেরা প্রায়শই তাদের স্মৃতি, বা তাদের পরিচয় নিয়ে অনিশ্চিত থাকে।

খুলি (দ্য স্কাল) গল্পে হত্যা-বিশারদ, মঙ্গলের ম্যামথ শিকারি, অ্যাস্ট্রয়েডের খনিজ স্মাগলার "দাচেন কেলস্যাঙ্গ"-কে কালভ্রমণ করে যেতে হয় অতীতে একজন অচেনা অজানা মানুষকে খুন করতে। অথচ কাজটা করতে গিয়ে সে খুঁজে পায় এক নতুন বিশ্ব এবং এক নতুন পরিচয়।

রহিয়াছে নয়ন সমুখে (দ্য আইজ হ্যাভ ইট) গল্প আমাদের জগতে আমরা বাস্তবে যা দেখছি যা বুঝছি তা কতটা বাস্তব তা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেয়।

গোধূলি লগ্নে সূর্যোদয় (ট্যুইলাইট অ্যাট ব্রেকফাস্ট) গল্পে জানতে পারি ঘটমান বর্তমানে আমরা আগামী ভবিষ্যতের ছবি সাধারণত দেখেও দেখি না। অথচ রোজকার জীবনযাপনে আগামীর লক্ষণ বা দূর্লক্ষণ প্রতি মুহূর্তেই চোখে আঙুল দিয়ে সেই ছবি আমাদের দেখাতে থাকে।

উবো এবং উবো-র পরের অধ্যায় (বিয়ন্ড লাইজ উব) গল্প মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের ক্ষুদ্রতা, হিংস্রতার পরিচয়ের মাধ্যমে জানিয়ে দেয় মানুষ আসলেই কোনো মহাপ্রাণ নয়।

আমি চিনি গো তোমায় চিনি (হিউম্যান ইজ) গল্পে দেখি জাগতিক প্রেক্ষাপটেও আমরা মানুষেরা আমাদের কাছের মানুষজনের চোখে আসলে কী এবং কেমন।

নতুন পৃথিবীর সন্ধানে (দ্য ডিফেন্ডারস) গল্প যুদ্ধ বিরোধী গল্প, মানুষ এবং যন্ত্রের মানসিকতা আর যান্ত্রিকতার মধ্যে লড়াইয়ের গল্প। আমাদের এই পেল ব্লু ডট্ পৃথিবীকে রক্ষার গল্প।

সামগ্রিকভাবে পিকেডির কল্পবিজ্ঞানে যেমন আছে সায়েন্স, টেকনোলজি, মেটাফিজিক্স, তেমনি আছে জীবন রহস্য, মানব ধর্ম আর তার অস্তিত্ববাদ। দিনের শেষে প্রতিটি গল্পই অস্তিত্ব সংশয়ের আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান মানব জীবনের অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের কাহিনি।

অনুবাদক পরিচিতি

রুদ্র দেব বর্মন। জন্ম ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে। বেড়ে উঠেছেন শিল্প-শহর দুর্গাপুরের বহুজাতিক পরিবেশে। পড়াশোনার প্রথম ভাগ দুর্গাপুরে হলেও, মধ্যভাগ রানিগঞ্জ আর বর্ধমানে, আর শেষ পর্ব চাকরির সূত্রে ঝাড়খণ্ডের যে শিল্প শহরে থিতু হয়েছেন সেখানেই।

কাগজে কলমে যন্ত্রবিদ, পেশায় যন্ত্র-সেবক আর নেশায় পাঠক।

লেখালেখি সঙ্গে যুক্ত স্কুল পর্ব থেকেই। দেওয়াল পত্রিকা, স্কুল ম্যাগাজিন হয়ে কলেজ জীবনে অবশ্যম্ভাবী 'লিটল ম্যাগ'। অবশ্য সেই সব লেখার মধ্যে দু-চারটে হারিয়ে যাওয়া গল্প ছাড়া বাদবাকি সবই ছিল কবিতা। তারপর একটা সময়ে বহুদিন লেখালেখির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত জীবন তখন যন্ত্র-ময়।

তবে নেশায় ঘোর-পাঠক হওয়ার সূত্রে পড়াশোনা জারি ছিলই। একসময় বহুধা বিস্তৃত পড়াশোনার জগৎ ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হল সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞানের জগতে। সেই সময়েই কল্পবিশ্ব পত্রিকার পাতায় লেখালেখির অভ্যাসের পুনর্জন্ম। মূলত অনুবাদ। গত পাঁচ-ছ বছরে লেখকের বেশ কিছু বিখ্যাত বিদেশি কল্পবিজ্ঞান গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কল্পবিশ্ব পত্রিকা সহ আরও দু-একটি পত্রিকায়।

বর্তমানে সাহিত্যের কল্পবিজ্ঞান শাখাতেই লেখক মনোনিবেশ করেছেন। সেই শাখারই দিকপাল আমেরিকান লেখক ফিলিপ কে ডিকের ছ-টি বিখ্যাত গল্পের ভারতীয় রূপান্তর এই বইতে লেখক তুলে দিয়েছেন পাঠকের হাতে।